গোলাম নবী জুয়েল

কার্টুন চলচ্চিত্র নির্মাণে কমপিউটার

চলচ্চিত্র বা টিভি প্রোগ্রাম নির্মাণে কমপিউটারের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। ভারতীয় নায়িকা দিব্যা ভারতীর মৃত্যুর পর তার অসমাপ্ত ছবি শেষ করা হয়েছিল কমপিউটার ব্যবহারের দ্বারা। এ কথা আমরা অনেকেই জানি। কমপিউটার ব্যবহারের অনুপম সৃষ্টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'জুরাসিক পার্ক' কিংবা মারদাঙ্গা 'টারমিনেটর টু' আমরা অনেকেই দেখেছি। এক একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখেছি আর অবাক হয়েছি। ছবির পুরো সময়টা উপভোগ করেছি কিন্তু কখনো হয়তো ভাবিনি ঐ শ্বাসরুদ্ধকর উপভোগ্য দৃশ্যগুলো নির্মাণ সম্ভব হতো না যদি না কমপিউটার ব্যবহার করা হতো।

কমপিউটার ব্যবহার করে যখন কোন চলচ্চিত্রের দৃশ্য তৈরি করা হয় তখন এর নির্মাণ ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। কার্টুন চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রচলিত সেল এনিমেশন পদ্ধতির তুলনায় কমপিউটার এনিমেশনের ব্যয় কয়েক গুণ বেশি। এতটা ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র অনুষ্ঠানকে অধিক আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করার লক্ষ্যে একটি ৩০ মিনিটের টিভি প্রোগ্রামে ১/২ মিনিটের কমপিউটার জেনারেটেড এনিমেশন তৈরি করা হয়। কিন্তু একটি পুরো টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণে কমপিউটার জেনারেটেড ইমেজ (সিজিআই) প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এমনটা কখনো হয়নি।

না হওয়ার কারণ যে শুধুমাত্র অত্যধিক ব্যয় তা নয়। আসলে একটি পুরো ত্রিমাত্রিক কমপিউটার এনিমেটেড অনুষ্ঠান তৈরি করার মতো প্রয়োজনীয় গঠনশৈলির কমপিউটারের অভাব রয়েছে।

এমন বৈরী পরিস্থিতিতে প্রতিটি ৩০ মিনিটের ১৩ পর্বের একটি সম্পূর্ণ কার্টুন চিত্র কমপিউটার জেনারেটেড ইমেজে তৈরির প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা স্টিভ ব্যারন। তাকে সহায়তা দিচ্ছে কানাডা ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান লাইমলাইটের ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত কমপিউটার গ্রাফিকস প্রতিষ্ঠান 'দি হাব'। বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ কমপিউটারে জেনারেটেড ইমেজে (সিজিআই) তৈরি কার্টুন চিত্রটি নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে সিলিকন গ্রাফিক্সের তৈরি ৬টি সুপার কমপিউটার। প্রতিটি কমপিউটারের মূল্য প্রায় ২কোটি টাকা। এছাড়াও এই প্রকল্পে আরো ১১টি প্যারসোনাল কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করাকে কেউ কেউ অমিতব্যয়িতা হিসেবে চিহ্নিত করে স্টিভ ব্যারনের সমালোচনা করেছেন। সমালোচনার সংক্ষিপ্ত জবাবে লাইমলাইট সংস্থার চেয়ারম্যান এবং কার্টুন চিত্রের নির্বাহী প্রযোজক স্টিভ ব্যারনের যুক্তি হলো, পৃথিবীর প্রথম সম্পূর্ণ কমপিউটার নির্মিত কার্টুন চিত্রের জন্য এই আয়োজন সামান্যই। তিনি মনে করেন কার্টুন শুধু শিশুদের প্রিয় নয়, কার্টুনের দর্শক ছেলে বুড়ো সবাই। সে অর্থে বিনোদনকে আকর্ষণীয় করার যা কিছু উত্তম সুযোগ আছে তা ব্যবহার করার প্রয়োজন রয়েছে। কমপিউটার প্রযুক্তি সিজিআই ব্যবহারের দ্বারা ১৩ পর্বের নতুন যে কার্টুন চিত্র তৈরি হচ্ছে এর নাম 'রিবুট'।

এদিকে স্টীভ ব্যারনের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনায় অর্থ যোগান দিতে ইতিমধ্যে যৌথভাবে সম্মত হয়েছে একাধিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি টিভি, যুক্তরাজ্যের মেরিডিয়ান টিভি, কানাডার বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান অ্যালায়েন্স এবং ডেনমার্কের ভিডিও ডিস্ট্রিবিউটর পলিগ্রাম ভিডিও ইন্টারন্যাশনাল।

ধারণা করা হচ্ছে আগামী বছর আগষ্ট নাগাদ এবিসি টিভি কিডস প্রাইমটাইমে রিবুট প্রচার করবে এবং মেরিডিয়ান যুক্তরাজ্যের আইটিভি নেটওয়ার্কে রিবুট প্রচারের জন্য নববর্ষের দিনটিকে নির্ধারণ করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে আগামী বছরের কোন এক সময়ে কার্টুন ছবিটি পরিবেশনের কাজটি শুরু করবে যৌথভাবে কানাডার অ্যালায়েন্স ও ডেনমার্কের পলিগ্রাম ভিডিও ইন্টারন্যাশনাল।

রিবুটের যে সিডিউল তৈরি করা হয়েছে তাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ১৩টি পর্ব নির্মাণ এতো কম সময়ে অসম্ভব। প্রচলিত সেল এনিমেশন পদ্ধতিতে এটি অসম্ভব হলেও কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত সিজিআই পদ্ধতিতে এটি সম্ভব। আর রিবুটের নির্বাহী প্রযোজক স্টিভ ব্যারনের কার্টুন চিত্র নির্মাণে রয়েছে বিস্তৃত সুনাম। চলচ্চিত্র বা টিভি চিত্র যাই বলি না কেন সব মাধ্যমেই কমপিউটার ব্যবহারে স্টিভ ব্যারন সিদ্ধ হস্ত। তিনি প্রথম কমপিউটার ব্যবহার করেছেন ১৯৭৭ সালে মিউজিক ভিডিও 'দি জ্যাম' নির্মাণে। এরপর ১৯৮২ সালে মাইকেল জ্যাকসনের বিখ্যাত মিউজিক ভিডিও 'বিলি জিন', ১৯৮৬ সালে ডায়ার স্ট্রেইটসের 'মানি ফর নাথিং' তৈরি করেন। কিন্তু তার নাম দুনিয়া জোড়া ছড়িয়ে পড়ে টিভি কার্টুন চিত্র 'টিনেজ মিউটেন্ট নিনজা টারটেল' তৈরির পর। প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত 'টিনেজ মিউটেন্ট নিনজা টারটেল' এদেশে বেশ জনপ্রিয়। বিশ্বব্যাপী রয়েছে এর সমান জনপ্রিয়তা। এ পর্যন্ত টিনেজ মিউটেন্ট নিনজা টারটেল আয় করেছে ১২০০ কোটি টাকা। অথচ টিনেজ মিউটেন্ট নিনজা টারটেলের প্রতি ৩০ মিনিটের এপিসোড নির্মাণে ব্যয় হয়েছে মাত্র ১ কোটি টাকা।

ব্যবসাটাই মূল। একটি চলচ্চিত্র বা টিভি চিত্র নির্মাণে কত ব্যয় হয়েছে এ খবর কেউ জিজ্ঞাসা করে না যদি সেটি অভাবিত ব্যবসা সফল হয়। স্টিভ ব্যারন মনে করেন, কমপিউটার ব্যবহারের ফলে রিবুটের নির্মাণ কৌশল ও কারিগরী মান এমন পর্যায়ে উন্নত হচ্ছে যে ৩০ মিনিটের ১৩টি এপিসোড দর্শকদের মনে সিজিআই পদ্ধতিতে নির্মিত চলচ্চিত্র দেখার চাহিদা সৃষ্টি করবে। এবং রিবুট দেখার পর কেউ আর প্রশ্ন তুলবে না কেন ৩০ মিনিটের একটি কার্টুন চিত্রের জন্য আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করা হলো। বরং তাদের মনে হবে এত কম অর্থে এত ভাল চিত্র কিভাবে নির্মাণ সম্ভব হলো।

মজার ব্যাপার হলো রিবুট নির্মাণের পর স্টিভ ব্যারন নতুন আরো কোন চিত্র নির্মাণ করলে ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক কমে যাবে। কারণ রিবুটের জন্য যে কমপিউটারগুলো ক্রয় করা হয়েছে বা অন্য যেসব প্রযুক্তি তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো পুনরায় ব্যবহারযোগ্য।

স্টিভ ব্যারণ তার কাজে সন্তুষ্ট। তার মতে, কমপিউটার (সিজিআই) এমন একটা প্রযুক্তি যার নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই কিন্তু ব্যবহারকারীর মাঝে যদি সৃষ্টিশীলতা থাকে তবে তিনি এর নিকট হতে প্রচুর কাজ আদায় করে নিতে পারেন। এই প্রযুক্তিতে কাজ করার মজাটিই আলাদা। কেউ যদি সত্যিকার অর্থে কাজ করে আনন্দ পেতে চায় কিংবা কাজের পুরো লাভটুকু তুলে নিতে চায় তবে এর বিকল্প এখনো বের হয়নি। যতদিন পর্যন্ত নতুন অন্য কিছু না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত যারা কাজ করে আনন্দ পেতে চান, দর্শকদের আনন্দ দিতে চান তারা উৎপাদন ব্যয় বেশী হলেও এই দিকে ঝুকবেন তা হলফ করে বলা যায়। হয়তো একথা সত্যি কোন একজন বিনিয়োগকারীর পক্ষে ৩০ মিনিটের একটি কার্টুন এপিসোডের জন্য আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করা দুরূহ কিন্তু ঐসব নির্মাণ কাজে রিবুট প্রকল্পের মতো একাধিক বিনিয়োগকারী এগিয়ে আসতে পারেন।

কেন এগিয়ে আসবেন তার জবাবও দিয়েছেন স্টিভ ব্যারণ। তিনি বলেন, সিজিআই প্রযুক্তির ব্যবহারে নির্মিত কার্টুন ছবির জনপ্রিয়তা দেখে আগামী তিন বছরের মধ্যে ৫০ শতাংশ ছবির নির্মাতা কমপিউটার ব্যবহারে ব্রতী হবেন। অর্থ যোগানকারীর সংখ্যাও তখন বাড়বে হু হু করে।

প্রশ্ন আসতে পারে সবাই যদি সিজিআই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করে তবে কি পর্যাপ্ত কমপিউটার সরবরাহ সম্ভব হবে কিংবা প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার কি পাওয়া যাবে? এর জবাব হলো– এখনই বাজারে যেসব সফটওয়্যার পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়েই চাহিদার অনেকটা পুরণ সম্ভব। রিবুট তৈরীতে বাজারে পাওয়া যায় এমন সফটওয়্যার যেমন ক্রিয়েটিভ এনভায়রনমেন্ট থ্রিডি এনিমেশন প্যাকেজ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে ছবিটির জন্য নতুন একাধিক সফটওয়্যার প্রোগ্রামও লেখা হয়েছে। স্টিভ ব্যারন জানান, গত এক বছর যাবত দু'জন প্রোগ্রামার রাতদিন পরিশ্রম করে ছবিটির গল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরি করেছেন।

সব মিলিয়ে রিবুটের সাফল্য সম্পর্কে স্টিভ যথেষ্ট আশাবাদী। আর তার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি যে কমপিউটার প্রযুক্তি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কমপিউটারের ব্যবহার প্রশ্নে তিনি এতটাই উচ্ছ্বসিত যে তার মতে ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র জগৎ কমপিউটার ছাড়া অচল। বর্তমানে হয়তো শুধু এনিমেটেড কার্টুন ছবি বানানোর কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন চলচ্চিত্রের শুরু থেকে শেষের প্রতিটি কাজ হবে কমপিউটারে। কারণ কমপিউটারের ব্যবহারের ফলে ক্যামেরার কাজকে মনে হয় না ক্যামেরার কাজ। মনে হয় এ যেন বাস্তব, জীবন্ত কোন দৃশ্য। ধারনা করা হচ্ছে ইনফরমেশন হাইওয়ের নব যুগে বিনোদনের আদল বদলে দেবে কমপিউটার।